উপজেলা সম্পর্কিত তথ্যঃ

<table>
<tr>
<td>এক নজরে উপজেলা</td>
<td>
এ উপজেলায় মোট আয়তন = ৩০৮ বর্গ কিঃমিঃ।
বর্তমান লোক সংখ্যা =৪,৩৪,৬৪০ জন।
প্রতি বর্গ কিঃমিঃ লোকসংখ্যার ঘনত্ব =১৪১২ জন।
এ উপজেলায় লোক সংখ্যার =শতকরা ৯৪ ভাগ মুসলমান।
বর্তমান শিক্ষার হার = ৫৬.৭৮ ভাগ।
এ উপজেলার জনগনের মূল --------------------- কৃষি হলে ও আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন এবং ক্ষুদ্র শিল্প, ব্যবসা বানিজ্য সম্প্রসারনের কারনে অ-কৃষিজীবির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তদুপরি কৃষি-------------------করনের মূল্য বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারনে কৃষির প্রতি একটা অনাগ্রহের প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়।
চাঁদপুরে একটি মৎস্য গবেষনা কেন্দ্র আছে। এ গবেষনাঘর হতে নতুন নতুন প্রজাতির মৎস্য আবিস্কৃত হচ্ছে। যা আমাদের মৎস্য সম্পদে সম্ভবনা দেখা দিচ্ছে। কৃষির আধুনিকরণ হওয়ায় এবং যান্ত্রিক চাষাবাদের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষি খাতে ও উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।
পরিশেষে চাঁদপুর সদর উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি টানা যায় এ বলে-

“ধন-ধান্য-জন-বানিজ্য-সুখ্যাতি রয় বহুদুর,
জ্ঞানী-গুণী-মহাজনের শতরূপ এই চাঁদপুর”।

চাঁদপুর সদর উপজেলার একটি ইউনিয়ন রাজরাজেশ্বর সম্পূর্ন অংশ এবং ইব্রাহীমপুর ইউনিয়নের একটি অংশ মেঘনা নদীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত।
এ উপজেলার সীমানা ঃ
ক) উত্তরে-মতলব (উঃ ও দঃ) উপজেলা।
খ) দক্ষিনে-ফরিদগঞ্জ ও হাইমচর উপজেলা।
গ)পূর্বে-হাজীগঞ্জও ফরিদগঞ্জ উপজেলা
ঘ) পশ্চিমে-শরিয়তপুর জেলা।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় -১৩৫ টি
সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় -০৩ টি
সরকারী কলেজ -০২ টি
বেসরকারী কলেজ -০৫ টি
জনসংখ্যার ঘনত্ব ঃ ১৪৮৭ জন/ বঃ কিঃ মিঃ
বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় -৪৪ টি, পৌরসভা ঃ ০১ টি। বেসরকারী মাদ্রাসা- - ২৫ টি
ইউনিয়ন পরিষদ ঃ ১৪ টি। এবতেদায়ী মাদ্রাসা - ২১ টি
গ্রাম ঃ ১১২ টি , কিন্ডার গার্টেন -১৭ টি
শিক্ষার হার ঃ ৫৬.৭৮%, বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় -৪০ টি
হাট বাজার ঃ ২৬ টি ,
এনজিও ঃ ২০ টি
</td>
</tr>
<tr>
<td>ভৌগলিক পরিচিতি</td>
<td>
আয়তন ঃ ৩০৮.৭৭ কিঃ মিঃ
মোট জনসংখ্যা ঃ ৪.৫৯ লক্ষ। পুরুষ ঃ ২.৩৯ লক্ষ ,মহিলা ঃ ২.২০ লক্ষ
</td>
</tr>
<tr>
<td>উপজেলার পটভূমি</td>
<td>
<u>চাঁদপুর সদর উপজেলায় সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ</u>
চাঁদপুর বাংলাদেশর অন্যতম নদী বন্দর ও বানিজ্যিক শহর। বৃটিশ শাসনামল থেকেই পাট ব্যবসায় এর বিশ্ব জোড়া সুনাম ছিল। শহরটিকে দু:ভাগ করে মধ্যদিয়ে প্রবাহিত ডাকাতিয়া নদী। ডাকাতিয়ার উত্তর পাড়ে অবস্থিত নতুন বাজারের পরিচয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,অফিস আদালত,রেল ষ্টেশন নিয়ে। আর দক্ষিন পাড়ে অবস্থিত পুরান বাজারের জন্য শিল্প ও ব্যবসা বানিজ্য নিয়ে। আবহাওয়া জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত।

“চাঁদপুর ভরপুর জলে আর স্থলে
মাটির মানুষ আর সোনার ফলে”।

চাঁদপুর সদর উপজেলার বিষয়ে কিছু লিখিত হলে প্রথমে জেলার সাথে পরিচিত হতে
</td>
</tr>
</table>

	হয়। চাঁদপুর জেলা হওয়ার পুর্বে মহকুমা ছিল। মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৮ খ্রিঃ এবং জেলার মর্যাদা লাভ করে ১৯৮৪ খ্রিঃ। চাঁদপুর সদর থানা প্রতিষ্ঠিত হয় ০১/০৩/১৮৭১ খ্রিঃ এবং উপজেলায় রূপ লাভ করে ১৫ ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ খ্রিঃ। চাঁদপুর শহর সদর উপজেলায় অবস্থিত। চাঁদপুর কে এক সময় বলা হত গেইটওয়ে -টু-ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া,চাঁদপুর বাংলাদেশর বৃহত্তম নদী বন্দর। এ উপজেলা পদ্মা-মেঘনা-ডাকাতিয়ায় ত্রি মোহনায় অবস্থিত। ডাকাতিয়া নদীর শাখায় চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের নানুপুর স্লুইস গেইট অবস্থিত। উপজেলার মধ্য দিয়ে ডাকাতিয়া নদী প্রবাহিত। এ উপজেলায় একটি অংশ চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের মধ্যে অবস্থিত। চাঁদপুরের ইতিহাস শত বছরের প্রাচীন ইতিহাস ,পদ্মা-মেঘনায় তান্ডবে এ উপজেলার অনেক ভৌগলিক পরিবর্তন হয়েছে। "চাঁদপুরের " নামকরন নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ঐতিহাসিক জে.এন.সেন গুপ্তের মতে "চাঁদপুর" একসময় বিক্রমপুরের নামজাদা জমিদার চাঁদরায়ের জমিদারের অর্ন্তভূক্ত ছিল। সে সুবাদে চাঁদরায়ের নামানুসারে "চাঁদপুর" নামকরন করা হয়। আবার কাহারো মতে স্থান আধ্যত্ন সাধক পুরুষ ও দরবেশ"চাঁদ ফকিরের" নামে চাঁদপুর নামকরন করা হয়। স্বাধিনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চাঁদপুর সদর উপজেলায় আদান অপরিসীম, চাঁদপুর শহর ৮ই ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রিঃ মুক্ত হয়। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার্থে ট্রাকরোডে "মুক্তিসৌধ" রেলওয়ে লেকে বিজয় স্তম্ভ ও কালীবাড়ী শাপলা চত্তরে "স্বাধিনতা স্তম্ভ" স্থাপিত হয়। প্রতি বছর অত্যন্ত আনন্দ পরিবেশে বিজয় উৎসব পালিত হয়।"মুক্তি যুদ্ধে চাঁদপুর" পৃথক অধ্যায়ের বিস্তারিত বর্ননা করা হয়েছে। চাঁদপুর সদর উপজেলার একটি ইউনিয়ন রাজরাজেশ্বর সম্পূর্ন অংশ এবং ইব্রাহীমপুর ইউনিয়নের একটি অংশ মেঘনা নদীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত। **এ উপজেলার সীমানাঃ** ক) উত্তরে-মতলব (উঃ ও দঃ) উপজেলা। খ) দক্ষিনে-ফরিদগঞ্জ ও হাইমচর উপজেলা। গ) পূর্বে-হাজীগঞ্জও ফরিদগঞ্জ উপজেলা ঘ) পশ্চিমে-শরিয়তপুর জেলা। চাঁদপুরে রেল, নৌ ও সড়ক পথে যাতায়াত ব্যবস্থা আছে। বৃটিশ শাসনামলে চাঁদপুর হয়ে রেল,সড়ক ও নৌ পথে কলিকাতা হতে ভারতের পূর্বাঞ্চল, আসাম ও ত্রিপুরায় যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল। বর্তমান রেলযোগে চাঁদপুর হতে চট্টগ্রাম, সিলেট, ভৈরব ও কুমিল্লা পর্যন্ত যাতায়াত ও পন্য পরিবহন করা যায়। চাঁদপুর হতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত আন্তঃনগর ট্রেনের ব্যবস্থা আছে। নদী পথে বৃটিশযুগে পরিচালিত স্টীমার ব্যবস্থা এখনো চালু আছে। স্টীমার ও লঞ্চ যোগে চাঁদপুর হতে ঢাকা ,খুলনা , বরিশাল সহ দেশের সর্বত্র যাতায়াত পন্য পরিবহন করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সড়ক যোগাযোগে এক বিপ্লব সাধিত হয়। ডাকাতিয়া নদী দিয়ে বিভক্ত চাঁদপুর সদর উপজেলায় নবনির্মিত "চাঁদপুর সেতু" দ্বারা সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় সড়ক পথে ঢাকা ,চট্টগ্রাম,সিলেট সহ দেশের সর্বত্র যাতায়াত ও পন্য পরিবহন করা যায়।
ইউনিয়ন সমূহ	বিষ্ণুপুর,আশিকাটি,কল্যাণপুর,শাহমাহমুদপুর,রামপুর,মৈশাদী,তরপুরচন্ডী,বাগাদী,বালিয়া,সাখুয়া ইব্রাহীমপুর,চান্দ্রা,হানারচর,রাজরাজেশ্বর।
উপজেলার ঐতিহ্য	
ভাষা ও সংস্কৃতি	